দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 22 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা ভবনে জোট সরকারের ভূত রয়েই গেছে ॥ দুর্নীতি ওপেনসিক্রেট

মোশতাক আহমেদ ॥ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) তথা শিক্ষা ভবনে জোট সরকারের ভূত এখনও রয়েছে গেছে। স্বয়ং শিক্ষা মন্ত্রণালয় জোট সরকারের আমলে নিয়োগকৃত পরিচালক, উপ-পরিচালকসহ বিভিন্ন পদে দুই বছরেরও অধিককাল ধরে কর্মরত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলির প্রস্তাবনা পাঠাতে শিক্ষা ভবনকে নির্দেশ দিয়েছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে এই নির্দেশনা দিলেও প্রস্তাবনা শিক্ষা

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা ভবনে জোট

(প্রথম পাতার পর)

ভবন থেকে এখনও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যায়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন আহমেদ জনকণ্ঠকে চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেছেন, এ বিষয়ে তাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

এদিকে দুর্নীতি দমন কমিশনেও শিক্ষা ভবনের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপারে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল থেকে একের পর এক অভিযোগ দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষা ভবনের ঘুষ-দুর্নীতি নতুন কোন ঘটনা নয়। অনেক আগে থেকেই শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি অনেকটা ওপেন সিক্রেট। এসব বন্ধে নানা উদ্যোগ নিলেও বারে বারেই ভেস্তে যায় সকল উদ্যোগ। সর্বশেষ বিদায়ী জোট সরকারের আমলে শিক্ষা ভবনে দুর্নীতি হয়েছে সবেচেয়ে বেশি। ২০০৫ সালে সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার এক রিপোর্টেই শিক্ষা ভবনের দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে বলা হয়— এখানে সিন্ডিকেটের নির্ধারিত রেটে কাজকর্ম চলে। কাজের রেটও উল্লেখ করা হয় রিপোর্টে। উক্ত গোয়েন্দা রিপোর্টে দুর্নীতির দায়ে শিক্ষা ভবনের ১৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীর তালিকা তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে সুপারিশ করলেও সুপারিশ আজও বাস্তবায়ন হয়নি। এর মাঝে কয়েকজন অবসরে চলে গেছেন। রিপোর্টে শিক্ষা ভবনের প্রভাবশালী কর্মচারী নেতা সালেহউদ্দিন সেলিমকে ভয়ঙ্কর দুর্নীতিবাজ হিসেবে উল্লেখ করে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সুপারিশ করা হলেও তিনি এখনও রয়েছেন বহাল তবিয়তে। শুধু তাই নয়, জোট সরকারের আমলে ডেপুটেশনে পরিচালক, উপপরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে জোট সমর্থক অনেককে বসানো হলে তারাও জোট কায়দায় শিক্ষা ভবনে খবরদারি শুরু করে। একই সঙ্গে নানা দুর্নীতিতেও জড়িয়ে পড়ে। এ সব বিষয় নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হলেও কোন কাজ হয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি বন্ধে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় জোট সরকারের আমলে নিয়োগকৃত পরিচালক, উপ-পরিচালকসহ বিভিন্ন পদে দুই বছরেরও অধিককাল ধরে কর্মরত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা করে বদলির প্রস্তাব পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মার্চের প্রথম সপ্তাহে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জোট আমলে নিয়োগকৃত এবং দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে কর্মরতদের মধ্যে যাদের নামে নানা অভিযোগ রয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, মোঃ খোরশেদ আলম (পরিচালক,মাধ্যমিক), গোঃ গাউসুল আজম (ডিডি,প্রশিক্ষণ), মাহমুদুল হাসান (ডিডি, প্রশাসন), আব্দুস সবুর (ডিডি,পরিকল্পনা), রেজাউল করিম (ডিডি, মাধ্যমিক), মোঃ সাইফুল ইসলাম (এডি প্রশাসন) মোঃ নুরুজ্জামান মল্লিক (এডি, বেসরকারী স্কুল), বেনজীর আহমেদ এডি(বেসরকারী কলেজ), আব্দুল মালেক সহকারী পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা)। এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই রয়েছে নানা অভিযোগ। মিডিয়াতেও তাঁদের নিয়ে বেশ কয়েকবার সংবাদ হয়েছে।কিন্তু আজ পর্যন্তও তাঁরা দাপটে বিচরণ করছেন শিক্ষা ভবনে। সহকারী পরিচালক আব্দুল মালেক একটি স্কুলের সহকারী শিক্ষক হয়েও বিধিবহির্ভূত ভাবে পাঁচ গ্রেড উপরের সহকারী পরিচালকের পদে আসীন হন। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনিয়মের ব্যাপক অভিযোগ থাকলেও এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।